গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
www.nbr.gov.bd

তারিখঃ ২ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রেস রিলিজ

শিপিং এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৫ জারী করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমুদ্র ও নৌবন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস স্টেশন কর্তৃক শিপিং এজেন্ট লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড শিপিং এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৫ প্রণয়ন করে ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে এই খাতে লাইসেন্স ইস্যু করার জন্য কোনো স্বতন্ত্র বিধিমালা ছিল না এবং কাস্টমস এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২০ মোতাবেক শিপিং এজেন্ট লাইসেন্স ইস্যু করা হতো। শিপিং এজেন্ট সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনা সহজতর ও যুযোপযোগী করার লক্ষ্যেই স্বতন্ত্র শিপিং এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিপিং এজেন্ট লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৫ এর সুবিধাসমূহ

১। কাস্টমস স্টেশনভিত্তিক শিপিং এজেন্ট লাইসেন্সের সংখ্যা নির্ধারনের জন্য পূর্বের ন্যায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে পূর্বানুমোদনের গ্রহণের আবশ্যকতা নেই। ফলে, আগের তুলনায় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ বর্তমানে আরো কম সময়ের মধ্যে শিপিং এজেন্ট লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে।

২। পূর্বের ন্যায় শিপিং এজেন্ট লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্যে আবেদনকারীকে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি কর্তৃক গৃহীত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহনের প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র দাখিলকৃত দলিলাদি সঠিকপ্রাপ্তি সাপেক্ষে দ্রত (সর্বোচ্চ ৩০ কার্যদিবস) লাইসেন্স প্রদান করা হবে।

৩। পূর্বের বিধিমালা অনুযায়ী ইস্যুকৃত শিপিং এজেন্ট লাইসেন্স কেবল ইস্যুকারী কাস্টমস স্টেশন সংশ্লিষ্ট সমুদ্র/নৌবন্দরের জন্য কার্যকর ছিল। ফলে একটি কাস্টমস স্টেশন হতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের মাধ্যমে অন্য কোনো কাস্টমস স্টেশন সংশ্লিষ্ট বন্দরে শিপিং এজেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। বর্তমান বিধিমালা অনুযায়ী ইস্যুকৃত শিপিং এজেন্ট লাইসেন্সধারী সমগ্র বাংলাদেশের যে কোনো সমুদ্র অথবা নৌ-বন্দরের তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি ও আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজতর করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিদ্যমান প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

-জাতীয় রাজস্ব বোর্ড